দৈনিক ইনকিলাব 28

তারিখ ... ... AUG 1 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ......

ইসলামী শিক্ষা বন্ধ-সংকোচন ঃ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আহবান

সরকারের ইসলামী শিক্ষাবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গত সোমবার 'ইসলামী শিক্ষা বন্ধ-সংকোচন ঃ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন যে, পলাশীর পরাজয়ের পর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় আজ মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা সহজ হচ্ছে। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এক্ষেত্রে মুসলমানগণ প্রথম নিজেদের অবস্থান মূল্যায়নের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায়নি বলেই আজকের এই বিপর্যয়। আজ দেশব্যাপী ইসলামী শিক্ষা বন্ধ ও সংকোচনের যে প্রক্রিয়া চলছে তা সত্যিই ভয়াবহ। ২৫১টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিও বাতিল, কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগসহ প্রায় সকল বিভাগ থেকে ইসলামী শিক্ষা বাতিল, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিএসএস অনার্সে সাবসিডিয়ারী হিসাবে ইসলামী শিক্ষা বাতিল ইত্যাদি এই ভয়াবহতার চিত্রকেই তুলে ধরে। এমনকি এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১২০টি কলেজের মধ্যে মাত্র ২টিতে ইসলামী শিক্ষার অনুমোদন দিয়ে ইসলামী শিক্ষাবিরোধী যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তাও আতঙ্কজনক।

বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম তার প্রবন্ধে ইসলামী শিক্ষাবিরোধী ষড়যন্ত্রের এই চিত্র তুলে ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি জনাব আবদুর রউফ, সাবেক সচিব জনাব শাহ (৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সরকারের ইসলামী শিক্ষাবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবদুল হান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী, মাদ্রাসা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল খালেক, দৈনিক [illegible] ধারাবাহিকতায় আজ মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা সহজ হচ্ছে। তিনি বলেন, ১৯২১ সালে প্রায় দেড়শ' বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সে ক্ষেত্রে প্রথম মুসলমানদের নিজেদের অবস্থার মূল্যায়নে সুযোগ করে দিয়েছিল। [illegible] দাবী করেন। তিনি দাখিল-কামিলকে বিএড কোর্সে সুযোগ দেয়ার দাবী করেন। তিনি ১২০টি কলেজের মধ্যে মাত্র দু'টি কলেজে ইসলামী শিক্ষা অনুমোদনের বিষয়টির নিন্দা করেন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে [illegible] চলেছে নামান্য। এসবের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তেই গণআন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের মুসলমানকে চরম মূল্য গুনতে হবে। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সকল অনুষ্ঠান বর্জন করার আহবান জানান।